গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ..... বঙ্গাব্দ/ ..... খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ..... - আইন/২০২৪।- বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৪৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্দারা নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**– (১) এই বিধিমালা ইসলামী বীমা (তাকাফুল) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,–

(ক) "অংশগ্রহণকারী" অর্থ ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের সমজাতীয় পলিসি/পরিকল্পের বীমা গ্রাহক, যিনি সংশ্লিষ্ট তাকাফুল তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিয়া সমজাতীয় পলিসি/পরিকল্পের শর্তানুযায়ী সুবিধাসমূহ প্রাপ্য হইবেন;

(খ) "আইন" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন);

(গ) "ইসলামী বীমা পরিকল্প/পলিসি" অর্থ ইসলামী শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বীমা পরিকল্প/পলিসি যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বানুমোদিত;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) "কর্জে হাসানা" অর্থ ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের ধারা ৭ এর আওতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী কর্তৃক তাকাফুল তহবিলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে শরীয়াহসম্মত সুদমুক্ত সাময়িক ঋণ, যাহা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত প্রদানের শর্তে তাকাফুল তহবিলকে প্রদান করা হইবে;

(চ) "কিস্তি/প্রিমিয়াম/চাঁদা/অবদান" অর্থ ইসলামী বীমা পরিকল্প বা পলিসির চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত সকল পরিশোধযোগ্য অর্থ/প্রিমিয়াম;

(ছ) "তাবাররু" অর্থ অংশগ্রহণকারী বা বীমাকারী কর্তৃক পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে তাকাফুল তহবিলে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান;

(জ) "দাতব্য তহবিল" অর্থ কোন ইসলামী বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত বীমাকারী কর্তৃক প্রাপ্ত সুদযুক্ত এবং শরীয়াহসম্মত নয় এরূপ অন্যান্য সন্দেহযুক্ত আয়ের অর্থ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত দাতব্য খাতে ব্যবহারের জন্য গঠিত তহবিল;

(ঝ) "শরীয়াহ" অর্থ ইসলামী শরীয়াহ;

(ঞ) "শরীয়াহ কাউন্সিল" অর্থ ইসলামী শরীয়াহ'র নীতিমালার আলোকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী কর্তৃক শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ কাউন্সিল, যাহার উদ্দেশ্য হইবে শরীয়াহ নীতিমালা অনুসারে পরিকল্প প্রস্তুত কার্যক্রমসহ ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান এবং সুপারিশ প্রদান করা;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, আইন অথবা ক্ষেত্রমত, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন।**– বীমা ব্যবসার জন্য আইনের ধারা ৮ এর আওতায় নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত বীমাকারী আইনের ধারা ৭ ও এই বিধিমালার বিধি ৪ এ বিধৃত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বরাবর ইসলামী বীমা ব্যবসা করার জন্য আবেদন করিবে এবং কর্তৃপক্ষ শর্তপূরণ, আর্থিক সঙ্গতি, শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনায় সক্ষমতা, ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন শ্রেণী বা উপ-শ্রেণীর ইসলামী বীমা ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

04 APR 2024
মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৪। **ইসলামী বীমা ব্যবসায় পূরণীয় শর্তাবলী।**— (১) ইসলামী বীমা ব্যবসার পরিচালনার নিমিত্তে আইনের ধারা ৭ এর আওতায় অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) বীমাকারীর আইনের ধারা ৮ এর আওতায় নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও এর নবায়ন অব্যাহত থাকিতে হইবে। কোন কারণে নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত বা বাতিল হইলে ইসলামী বীমা ব্যবসা অব্যাহত রাখা যাইবে না।

(৩) সকল সময়ে তফসিল-১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে হইবে। প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে অনুমতিপ্রাপ্ত ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী বীমাকারীকে শরীয়াহ সম্মতভাবে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালিত হইয়াছে মর্মে শরীয়াহ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র কর্তৃপক্ষ বরাবর আইনের ১১ ধারায় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়াহ কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে শরীয়াহ পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি বীমা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসহ প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান পরিপালন করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে প্রতিয়মান হয় যে, অনুমতিপ্রাপ্ত ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী বীমাকারী বিধি ৫ এ বর্ণিত তফসিল-১ বা ইসলামী শরীয়াহ পরিপালন ব্যতিরেকে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নতুন কোন শ্রেণী বা উপশ্রেণীর ইসলামী বীমা ব্যবসা করা যাইবে না।

(৭) অনুমতিপ্রাপ্ত শ্রেণীর সকল উপ-শ্রেণীর অথবা যে কোন উপ-শ্রেণীর ব্যবসা অবলিখন ও পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক বা একাধিক ইসলামী বীমা পরিকল্পসহ পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বানুমোদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবপত্র বা পলিসি দলিলে শেয়ারহোল্ডার তহবিল, তাকাফুল তহবিলসহ যাবতীয় তহবিলের গঠন ও পদ্ধতি, অংশগ্রহণকারী/বীমা গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাবের মুনাফা/উদ্বৃত্ত/ক্ষতি বণ্টন এবং ইসলামী বীমা পরিকল্প/পলিসি সম্পর্কিত তথ্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৮) কোন লাইফ বীমাকারী একই সঙ্গে প্রচলিত লাইফ বীমা ব্যবসা ও ইসলামী বীমা ব্যবসা করিতে চাহিলে, সেইক্ষেত্রে তহবিল, হিসাবসহ যাবতীয় তহবিল/দলিলাদি/নথিপত্রসমূহ ও এতদসংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম সাধারণ প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমা ব্যবসার জন্য পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

৫। **ইসলামী বীমা ব্যবসার পদ্ধতি।**— বীমা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগ উপাদানের প্রকৃতি অনুযায়ী ইসলামী বীমা ব্যবসা তফসিল-১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে করিতে হইবে।

৬। **ইসলামী বীমা পলিসি/পরিকল্পসমূহ পূর্বানুমোদন।**— কর্তৃপক্ষ বরাবর ইসলামী বীমা পলিসি/পরিকল্পসমূহ পূর্বানুমোদনের আবেদন করিতে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) ইসলামী বীমা পলিসি/পরিকল্পের পদ্ধতি, সুবিধা, প্রিমিয়াম প্রভৃতির বিস্তারিত ও স্পষ্ট বিবরণ;

(খ) ইসলামী বীমার পরিকল্প আর্থিকভাবে টেকসই/কার্যকর (sustainable/viable) এ মর্মে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি/একচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট;

(গ) পরিকল্পসমূহ শরীয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে কি না তাহা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর শরীয়াহ কাউন্সিলের একটি প্রত্যয়নপত্র।

(ঘ) লাইফ ইসলামী বীমা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর নিয়োজিত একচ্যুয়ারি কর্তৃক পরিকল্পসমূহ কার্যোপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র।

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে চাহিত অন্যান্য দলিলাদি।

৭। **সলভেন্সি মার্জিন।**— (১) ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীকে আইনের ধারা ৪৩ এবং বিধি-বিধানের ও এতদসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালার শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে।

(২) ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী প্রতিটি তহবিলের সলভেন্সি পৃথকভাবে নিরূপণ করিতে হইবে।

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
২চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৮। **পুনঃবীমা এবং প্রত্যর্পণ বীমা।-** প্রয়োজনে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী শরীয়াহসম্মতভাবে সেবা প্রদানে সক্ষম এরূপ কোন পুনঃবীমাকারীর সহিত পুনঃবীমা বা প্রত্যর্পণ বীমা করিতে পারিবে। তবে বিদেশে এইরূপ পুনঃবীমা বা প্রত্যর্পণ বীমা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। **শরীয়াহ কাউন্সিল।-** (১) গঠন প্রক্রিয়া: (ক) প্রত্যেক ইসলামী বীমা ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে শরীয়াহ বিষয়ে পারদর্শী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে;

(খ) শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে ১ (এক) জনকে অর্থনীতি, বাণিজ্য বা ব্যবসা এবং বীমা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকিতে হইবে;

(গ) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে;

(ঘ) কাউন্সিলের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী কমিটিকে প্রয়োজনীয় জনবলসহ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঙ) অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ শরীয়াহ কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক হিসেবে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পরিচালনা পর্ষদের ১ (এক) জন সদস্যকে মনোনয়ন দিতে পারিবে। তবে পর্যবেক্ষকের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(২) সভাপতি ও সদস্যের নিয়োগ ও নবায়নঃ (ক) ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী উহার শরীয়াহ কাউন্সিল গঠনের পূর্বে প্রার্থীর জীবনবৃত্তান্ত, সম্মানীর বিবরণ ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণীসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিবে;

(খ) শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্য হিসেবে নিয়োগলাভের ক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষা, ইসলাম অর্থনীতি, ইসলাম বিষয়ক স্নাতকোত্তর বা সমমান বা তদূর্ধ্ব সংক্রান্ত ডিগ্রিধারী প্রাধান্য পাইবে;

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্য হিসেবে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিয়োগলাভ করিবেন যা নবায়ন করা যাইবে, তবে ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ ৭২ (বাহাত্তর) বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগের অনুমোদন তিন বৎসরের কম মেয়াদের জন্য বিবেচনা করিতে পারিবে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্য হিসেবে নিয়োগ বা, ক্ষেত্রমত, নবায়ন অনুমোদন না করিলে কোন ব্যক্তি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইতে বা, ক্ষেত্রমত, থাকিতে পারিবেন না।

(৩) শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যের দায়িত্ব: শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যের দায়িত্ব এবং কার্যাবলী হইবে-(ক) শরীয়াহ সম্মতভাবে ইসলামী বীমা পরিকল্প/পলিসি প্রস্তুত ও চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(খ) অনুমতিপ্রাপ্ত বীমা ব্যবসা শরীয়াহ সম্মতভাবে তফসিল-১ বর্ণিত বিষয়াদি অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে কিনা তা তদারকি করা এবং কোন ব্যতয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে, যা অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্যের অযোগ্যতা: কোন ব্যক্তি শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি– (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বা ডমিসাইল না হন;

(খ) তিনি শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(গ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) তিনি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসেবে ঘোষিত হন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হয়;

(চ) বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত বা এজেন্ট বা জরিপকারী হন;

(ছ) এমন কোন কাজ করেন যাহা অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর জন্য ক্ষতিকর হয়;

(জ) এমন কোন কার্যকলাপে জড়িত হন, যাহার দ্বারা বীমা গ্রাহক বা অংশগ্রহণকারী বা জনস্বার্থকে ব্যাহত করে;

(ঝ) উপযুক্ত কারণ ব্যতিত ৩ (তিন) মাস দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন।

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

(৫) শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি বা সদস্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর অথবা যৌক্তিক কারণে কর্তৃপক্ষ ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীকে শরীয়াহ কাউন্সিল পুনর্গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) শরীয়াহ কাউন্সিলকে বৎসরে কমপক্ষে ৪ (চার) বার সভা করতে হবে।

(৭) প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যগণ সম্মানী পাইবেন। সম্মানীর পরিমাণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০। **শরীয়াহ বোর্ড।**- (১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড নিম্নোক্তভাবে গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) ৩ (তিন) জন শরীয়াহ বিষয়ে পারদর্শী;

(গ) কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক বা পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-বিধি ১(খ)- এ বর্ণিত শরীয়াহ সদস্য ৩ (তিন) বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে, কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় তাহাকে উক্ত সদস্যপদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর পরিকল্প, বিনিয়োগসহ যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়াহসম্মতভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করিয়া কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের ইসলামী বীমা বা ইসলামী শরীয়াহ বিষয়ক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ তা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তদপ্রেক্ষিতে বোর্ড সে বিষয়ে মতামত প্রদান করিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইসলামী শরীয়াহ বিষয়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৬) বোর্ডের কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে, কর্তৃপক্ষ, বোর্ডকে প্রয়োজনীয় জনবলসহ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৭) বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, সময় সময়, উহার সভায় মিলিত হইবে।

(৮) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৯) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম হইবে।

(১০) সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(১১) কমিটির সদস্যগণ সভায় উপস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

১১। **দাতব্য তহবিল।**- সুদযুক্ত ও অন্যান্য সন্দেহজনক আয় মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না করিয়া তাহা মানবতার কল্যাণে ব্যয়ের জন্য প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদ তাহাদের শরীয়াহ কাউন্সিলের পরামর্শের ভিত্তিতে দাতব্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, তাকাফুল তহবিলের এরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমজাতীয় পলিসিতে বিদ্যমান অংশগ্রহণকারীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। **কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার।**— বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ও পরিবর্তনের কারণে এই বিধিমালার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে স্পষ্টীকরণসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সচিব

তফসিল-১ [বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

ওয়াকালাহ-মুদারাবা মিশ্র (হাইব্রিড) পদ্ধতি

১। "ওয়াকালাহ-মুদারাবা মিশ্র (হাইব্রিড) পদ্ধতি" অর্থ ইসলামী বীমা গ্রহীতা বা ইসলামী বীমায় অংশগ্রহণকারীগণ এবং বীমাকারীর মধ্যে শরীয়াহসম্মতভাবে পরিচালিত ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের পদ্ধতি যাহাতে বীমাকারী মুদারিব হিসেবে ইসলামী বীমা গ্রহীতা বা ইসলামী বীমায় অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষে বীমা কার্যক্রমসহ তফসিলে বর্ণিত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করিবে। এই পদ্ধতিতে বীমা গ্রহীতা বা অংশগ্রহণকারীর একটি তহবিল (তাকাফুল তহবিল) থাকিবে যাহা এ তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। অনুরূপভাবে বীমাকারীর ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে একটি তহবিল (ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিল) থাকিবে যাহা এ তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। "ওয়াকালাহ-মুদারাবা মিশ্র (হাইব্রিড) পদ্ধতি"-এর লেখচিত্র নিম্নরূপ:

লেখচিত্র- ওয়াকালাহ্-মুদারাবা মিশ্র (হাইব্রিড) পদ্ধতি

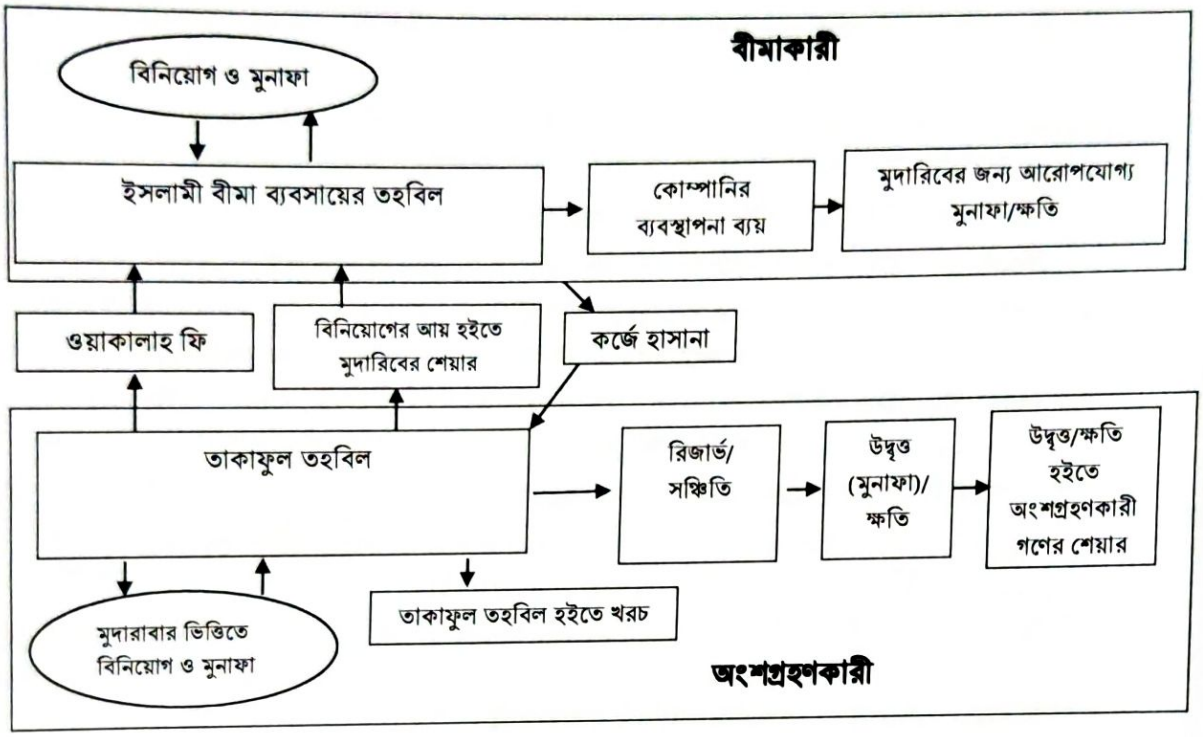

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই তফসিলে,—

(ক) "মুদারিব" অর্থ ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারী, যিনি বীমা গ্রহীতা বা ইসলামী বীমায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে বীমা কার্যক্রমসহ এ তফসিলে বর্ণিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(খ) "ওয়াকালাহ ফি" অর্থ অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে ইসলামী বীমা ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসেবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণী/উপশ্রেণী বা সমজাতীয় পলিসি/পরিকল্পের জন্য নির্ধারণকৃত বীমা প্রিমিয়াম বা চাঁদার একটি অংশ যাহা কোনক্রমেই তাকাফুল তহবিলে জমাকৃত নীট প্রিমিয়ামের ২০% এর বেশি হইবে না;

(গ) "তাকাফুল তহবিল" অর্থ ইসলামী বীমা ব্যবসার আওতায় একই শ্রেণী বা একই উপশ্রেণীর আওতায় সমজাতীয় বীমা পলিসি/পরিকল্পে অংশগ্রহণকারীগণের তহবিল;

(ঘ) "ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিল" অর্থ মুদারিবের ইসলামী বীমা ব্যবসা তহবিল।

৩। **তহবিলসমূহ।**— (১) ওয়াকালাহ-মুদারাবা মিশ্র (হাইব্রিড) পদ্ধতি'র আওতায় নিম্নরূপ ২ (দুই)টি তহবিল থাকিবে-

(ক) ইসলামী বীমা পলিসি/পরিকল্পে অংশগ্রহণকারী বা বীমা গ্রহীতাদের জন্য "তাকাফুল তহবিল"; তবে শর্ত থাকে যে, তাকাফুল তহবিলের আওতায় একই শ্রেণী বা একই উপশ্রেণীর বা সমজাতীয় পলিসি/পরিকল্পের অংশগ্রহণকারীর

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

তাকাফুল তহবিলের অংশসহ প্রতিক্ষেত্রে (তহবিল, বিনিয়োগ, রিজার্ভ, উদ্বৃত্ত প্রভৃতি) হিসাব আলাদা আলাদাভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) মুদারিবের জন্য "ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিল"।

(২) তাকাফুল তহবিলের আয় নিম্নলিখিতভাবে হইবে, যথা:-

(ক) ইসলামী বীমা পলিসি/পরিকল্পসমূহের অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম/চাঁদা;

(খ) অনুমতিপ্রাপ্ত পুনঃবীমাকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দাবিসমূহ;

(গ) তাকাফুল তহবিলের বিনিয়োগ থেকে উদ্ভুত মুনাফাসমূহ;

(ঘ) ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে একচ্যুয়ারি ও শরীয়াহ কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে মুদারিব কর্তৃক ধার্য্যকৃত অতিরিক্ত তাবাররু ফি;

(ঙ) অনুমতিপ্রাপ্ত পুনঃবীমাকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কমিশন/আয় প্রভৃতি;

(চ) মুদারিবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন দান/অনুদান/'কর্জে হাসানা';

(ছ) অন্য কোন উৎস হইতে শরীয়াহসম্মতভাবে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) বিনিয়োগ হতে শরীয়াহসম্মতভাবে প্রাপ্ত আয়।

(৩) ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিলের আয় নিম্নরূপভাবে হইবে-

(ক) মুদারিবের ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত মূলধন ও অবন্টিত মুনাফা (যদি থাকে);

(খ) মুদারিবের নিজস্ব অর্থ;

(গ) অংশগ্রহণকারীগণ প্রদত্ত ওয়াকালাহ ফি; এবং

(ঘ) অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগের আয়ের মুদারিবের অংশ;

(ঙ) ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিল হতে বিনিয়োগের বিপরীতে শরীয়াহসম্মতভাবে প্রাপ্ত আয়।

(৪) তাকাফুল তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে, যথা:-

(ক) অংশগ্রহণকারীর বীমা দাবী পরিশোধ এবং দাবী নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যয়সমূহ (জরিপকারীর ফিসও এতে অন্তর্ভুক্ত হইবে) তবে শরীয়াহ কার্যক্রম ও কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের জরিমানা বা দাপ্তরিক (যেমন, নিবন্ধন ফিস, রিভিউ ফি বা সমজাতীয় ব্যয়) ব্যয় ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) মুদারিবের ওয়াকালাহ ফি;

(গ) ইসলামী পুনঃবীমা ও ইসলামী পুনঃবীমার বীমা সংক্রান্ত চাঁদা ও ব্যয়সমূহ;

(ঘ) নিযুক্ত একচ্যুয়ারি (লাইফ মুদারিবের ক্ষেত্রে) কর্তৃক নির্ধারিত অংশ;

(ঙ) অনুমতিপ্রাপ্ত নন-লাইফ মুদারিবের শরীয়াহ কাউন্সিল ও বোর্ডের অনুমোদিত কোন অংশ;

(চ) অংশগ্রহণকারীকে প্রদত্ত উদ্বৃত্ত/মুনাফা;

(ছ) মুদারিবকে প্রদত্ত উদ্বৃত্ত/মুনাফা;

(জ) মুদারিব কর্তৃক প্রদত্ত কর্জে হাসানা ফেরত প্রদান; এবং

(ঝ) অন্যান্য ব্যয় যাহা চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট;

(ঞ) শরীয়াহসম্মতভাবে বিনিয়োগ;

(ট) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যয়।

(৫) ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে, যথা:-

(ক) ইসলামী বীমা ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা ব্যয়;

(খ) মুদারিব কর্তৃক প্রদত্ত কর্জে হাসানা;

(গ) ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ;

(ঘ) শরীয়াহ কাউন্সিল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়;

(ঙ) অফিসের বিভিন্ন স্পর্শনীয় এবং অস্পর্শনীয় সম্পদ, সরঞ্জামাদি যাহা ইসলামী বীমা ব্যবসার সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত;

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

04 APR 2024

(চ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইসলামী বীমা ব্যবসায় ব্যবহৃত বা সংশ্লিষ্ট যানবাহন ক্রয়;

(ছ) শরীয়াহসম্মতভাবে বিনিয়োগ;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যয়।

(৬) তহবিলসমূহের বিনিয়োগ:— (ক) আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক শরীয়াহ কাউন্সিলের পরামর্শের আলোকে শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে তহবিলসমূহের অর্থ বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় মুদারিব কর্তৃক বিনিয়োগ করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, তাকাফুল তহবিলের এরূপ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমজাতীয় পলিসিতে বিদ্যমান অংশগ্রহণকারীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) তাকাফুল তহবিল হইতে বিনিয়োগ এবং ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের তহবিল হইতে বিনিয়োগ আলাদা আলাদাভাবে করিতে হইবে এবং আলাদা আলাদাভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঘ) তাকাফুল তহবিলের বিনিয়োগ হইতে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বিষয়ক ব্যয় বাদ দেওয়ার পর প্রাপ্ত নীট আয় হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত একটি অংশ মুদারিব প্রাপ্য হইবে।

৪। **মুদারিবের দায়িত্ব ও কার্যাবলী:**— (১) মুদারিবের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) মুদারিব ইসলামী বীমা ব্যবসায় সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং বীমাকারী হিসেবে প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী থাকিবে;

(খ) বীমাগ্রহীতা বা অংশগ্রহণকারীর ঝুঁকি আবরিত ও গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(গ) তাকাফুল তহবিলের অর্থ বা বিনিয়োগ দায়মুক্তভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঘ) ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের আওতায় যে কোনো তহবিল পরিচালনা ও এর আইনানুগ ব্যবহারের সার্বিক দায়িত্ব মুদারিব পালন করিবে। এর ব্যত্যয় এবং ব্যত্যয়জনিত কারণে কোনো ক্ষতি হইলে তা পূরণের দায়িত্ব মুদারিবের;

(ঙ) অংশগ্রহণকারীর বীমাবৃত ঝুঁকিসমূহ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী বীমা দাবী পরিশোধ বা আর্থিক সহায়তার পরিমাণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে বিতরণ/বন্টন নিশ্চিত করিতে হইবে;

(চ) তাকাফুল তহবিল হইতে যেসব ব্যয় নির্বাহ করা হইবে তাহার সমস্ত কিছু অনুমতিপ্রাপ্ত বীমাকারীর শরীয়াহ কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী প্রণীত তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(ছ) তাকাফুল তহবিলসহ যাবতীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(জ) তাকাফুল বিনিয়োগ তহবিল হতে ধারা ৪১ এর আওতায় শরীয়াহ সম্মত বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিনিয়োগ এর যথাযথ রিটার্ন এর বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(ঝ) তাকাফুল তহবিল পরিচালনাসহ প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম করিবে। এক্ষেত্রে দক্ষ লোক নিয়োগসহ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম করিতে হইবে;

(ঞ) কোনরূপ সাবস্ক্রিপশন/অবদান প্রদান করিবে না;

(ট) মুদারিব কর্তৃক তাকাফুল তহবিলের কোন ক্ষতির অংশ (যদি থাকে) গৃহীত হইবে না;

(ঠ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা পরিপালন করিবে।

(২) মুদারিব ব্যবস্থাপনা নীতি নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা বীমা ব্যবসায় সাধারণভাবে গৃহীত নীতিমালা, বীমা আইন, ২০১০ ও তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক মুদারিব তাহার ব্যবসায়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং বৎসর সমাপ্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

৫। **বীমা দাবী পরিশোধ:**— (১) বীমা আইন, ২০১০ ও তদসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী মুদারিব কর্তৃক বীমা দাবী পরিশোধ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা বা ক্ষতি (যদি থাকে) থেকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খরচের হিসাবের পর সকল বীমা দাবী পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত (মুনাফা) অবলিখন করিবে।

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৬। **লাইফ ইসলামী বীমা ব্যবসার রিজার্ভ:**— (১) লাইফ ইসলামী বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক একচুয়্যারি কর্তৃক নির্ধারিত এবং শরীয়াহ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে মুদারিব কর্তৃক তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত/মুনাফা হইতে প্রয়োজনীয় রিজার্ভ সংরক্ষণ করিতে পারিবে। তবে, এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তারল্য রক্ষার্থে বা ঘাটতি দেখা দিলে বা ক্ষতি হইলে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত রিজার্ভ ব্যবহার করা যাইবে।

৭। **উদ্বৃত্ত বন্টন:**— (১) সকল অবলিখন উদ্বৃত্ত (underwriting surplus) একটি পঞ্জিকা বৎসরে সংশ্লিষ্ট বীমা শ্রেণী/উপশ্রেণী/সমজাতীয় পলিসির ক্ষেত্রে ওয়াকালাহ ফি, বীমা দাবী পরিশোধ এবং এ বিধিতে উল্লিখিত ব্যয় করিবার পর রিজার্ভ/সঞ্চিতি (যদি থাকে) ব্যতিত তাকাফুল তহবিলের অবশিষ্ট অংশ উদ্বৃত্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(২) অংশগ্রহণকারীর মধ্যে উদ্বৃত্ত বন্টন: (ক) অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে মোট প্রিমিয়াম/চাঁদার অনুপাতের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত বন্টন করিতে হইবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এর ব্যতয় হইবে:

(খ) উদ্বৃত্ত সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকা বৎসরে কোনো অংশগ্রহণকারীকে তাহার প্রদত্ত মোট প্রিমিয়াম/চাঁদার সমপরিমাণ বা বেশি পরিমাণে বীমা দাবী পরিশোধ করা হইলে, তিনি উদ্বৃত্ত পাইবার অধিকারী হইবেন না;

(গ) বীমা দাবী পরিশোধ প্রদত্ত প্রিমিয়াম/চাঁদা হইতে কম হইলে, বীমা দাবী পরিশোধ যে পরিমাণ কম হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে প্রাপ্য অংশের অনুপাত নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ঘ) এক বৎসরের অধিক মেয়াদকালের পলিসি/পরিকল্পের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর উদ্বৃত্ত বন্টনের প্রাপ্য হিসাব ক্রমযোজন হারে করিতে হইবে এবং পলিসির বিপরীতে অর্থ প্রদানের সময় এইরূপ ক্রমযোজিত উদ্বৃত্তের অর্থ একত্রে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) কোন অংশগ্রহণকারী তাহার উদ্বৃত্ত/মুনাফা কোনো সামাজিক বা দাতব্য কাজের জন্য দান করিতে চাহিলে মুদারিব তা গ্রহণ করিয়া বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **তাবাররু ও কর্জে হাসানা:**— (১) তাকাফুল তহবিলে কোন ঘাটতি দেখা দিলে বা পর্যাপ্ততা না থাকিলে, মুদারিব কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর মুদারিব তাকাফুল তহবিলে তাবাররু বা কর্জে হাসানা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) রিজার্ভের অর্থ পর্যাপ্ত না হইলে তাবাররু বা কর্জে হাসানা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কর্জে হাসানা প্রদান এবং পরিশোধের পদ্ধতি মুদারিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং মুদারিব কর্জে হাসানা মওকুফের ক্ষমতা রাখিবে।

৯। **মুদারিবের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা:-** ওয়াকালাহ ফি এবং বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ ব্যতিত অন্য কোন প্রকার ফি বা অর্থ যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, মুদারিব তাহা অংশগ্রহণকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

04 APR 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ